প্রশ্ন-ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে ব্রাহ্মী লিপির দুটি আঞ্চলিক রূপ গড়ে ওঠে – উত্তর ভারতীয় রূপ এবং দক্ষিণ ও বহির্ভারতীয় রূপ। এর দ্বিতীয় রূপটি থেকে পল্লব লিপির উদ্ভব হয়, যার থেকে গ্রন্থি, মালয়ালম, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও সিংহলি লিপির জন্ম হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপির উত্তর ভারতীয় রূপই হল কুষাণ লিপি। চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তরাজাদের শাসনকালে কুষাণ লিপি বিবর্তিত হয়ে গুপ্ত লিপি নাম ধারণ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত লিপি থেকে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির জন্ম হয়। সপ্তম শতাব্দীতে এই সিদ্ধমাতৃকা লিপি থেকেই কুটিল লিপি উদ্ভূত হয়।

এই কুটিল লিপি অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত শাখা বা শারদা লিপি থেকে তিব্বতি, কাশ্মীরি ও গুরুমুখি লিপি; উত্তর ও মধ্যভারত শাখা থেকে দেবনাগরী, কায়থী ও গুজরাটি লিপি; মধ্য এশিয়া শাখা থেকে খোটানি লিপি এবং যবদ্বীপ-বালিদ্বীপ শাখা থেকে যবদ্বীপীয় কুটিল লিপি উদ্ভূত হয়।

কুটিল লিপির পঞ্চম শাখা বা পূর্ব-ভারত শাখার লিপি হল প্রত্ন বাংলা লিপি বা গৌড়ীয় লিপি। নবম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের রাজা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে এই লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রত্ন বাংলা লিপি থেকে নেপালি, ওড়িয়া, মৈথিলি, বঙ্গলিপি – এই চার প্রকার লিপি উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবেই ব্রাহ্মী লিপি থেকে ক্রমে ক্রমে বঙ্গলিপি বা বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন- হিয়েরোগ্লিফিক লিপি কী? এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

হিয়েরোগ্লিফিক লিপি পাওয়া গিয়েছিল প্রাচীন মিশরে। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল এই লিপির প্রবর্তক পাখির মাথা আর মানুষের শরীর বিশিষ্ট দেবতা থথ। হিয়েরাস' শব্দের অর্থ পবিত্র আর 'গ্লিফেইন' শব্দের অর্থ খোদাই করা, অর্থাৎ পবিত্র লিপি। এই লিপির সব থেকে প্রাচীন নিদর্শন পৌনে সাত হাজার বছরের পুরোনো।

হিয়েরোগ্লিফিক চিত্রলিপি হলেও পরবর্তীকালে দল এবং ধ্বনির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হত। এই লিপিতে স্বরচিহ্ন ছিল না। কতকগুলি চিহ্ন একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে প্রকাশ করত আবার কোনো কোনো চিহ্ন দুই না ততোধিক ব্যঞ্জনকে বোঝাতো। এই লিপি লেখা হত ডানদিক থেকে বামদিকে এবং কখনো কখনো নাম দিক থেকে ডানদিকে।

প্রথমে পাথর কাঠে লেখা হলেও পরে প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া পিটিয়ে পাতলা ফালি বানিয়ে কালি ও কলম দিয়ে লেখা হত। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রায় সত্তর লক্ষ প্যাপিরাসের পুঁথি ছিল। ফ্যারাও তৃতীয় রামেসিসের আমলে একশো ত্রিশ ফুট লম্বা আর পৌনে সতেরা ফুট চওড়া একটি প্যাপিরাস পাওয়া গেছে। এ.সি. হ্যারিসের আবিষ্কৃত পৃথিবীর বৃহত্তম এই প্যাপিরাসের নাম হয়েছে দ্য গ্রেট হ্যারিস প্যাপিরাস।

প্রথম যুগে এই লিপি অত্যন্ত জটিল থাকলেও পর এই লিপি রেখাচিত্রের সংখ্যা কমে আসে। এই ভাবে ধীরে ধীরে হায়রেটিক ও ডেমোটিক লিপির উদ্ভব হয়। ১৭৯৯ সালে ফরাসি দেশনায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর সেনাদলের ক্যাপ্টেন, এন. বুসা মিশর বিজয়ের সময় নীলনদের মোহনায় স্যাঁ জুলিয়া দ্য রসেত্তা' দুর্গের দেওয়ালে আঁকিবুকি কাটা একটি কালে পাথর দেখতে পান। এটি যিশু খ্রিস্টের জন্মের একশো সাতানব্বই বছর আগে এপিফানেসের সম্মানে লেখা একটি ঘোষণা পত্র, যার উপরের ১৪ লাইন হিয়েরোগ্লিফিকে মাঝের ৩২ লাইন ডেমোটিকে আর শেষের চুয়াল্ল লাইন ছিল গ্রিকে। জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাপলিঅঁ এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

প্রশ্ন-কিউনিফর্ম বা কীলকলিপির নামকরণ কে করেছিলেন? এই লিপির সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি কোথায় পাওয়া গেছে? এই লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

কিউনিফর্ম বা কীলকলিপির নামকরণ করেন বিখ্যাত লিপি বিশারদ টমাস হাইড।

কিউনিফর্ম বা কীলকলিপির সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি উরুক শহরে পাওয়া গেছে, যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো।

বিশ্বের প্রাচীন লিপিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কিউনিফর্ম লিপি। ভাষাবিদদের মতে কিউনিফর্ম লিপি মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকের চেয়েও পুরনো। এই লিপির আকার কীলক বা ছোট্ট তীরের মতো হওয়ায় একে কিউনিফর্ম বা কীলক লিপি বলা হয়। সুমেরীয়রা এর আবিষ্কারক। এই লিপি আনুমানিক ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বে ব্যবহৃত হত। কাদামাটির চার কোনা পাতে লেখার পর আগুনে পুড়িয়ে এই লিপিকে স্থায়ী করা হত। এটি প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার মানুষ ব্যবহার করত। এই লিখন পদ্ধতিতেই হামুরাবির আইনবিধি লিপিবদ্ধ করা হয়।

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ও চিত্রের সমন্বয়ে লেখার পদ্ধতি হল কিউনিফর্ম। এই লিপিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে গঠিত কোনো বর্ণমালা নেই এবং এতে নির্দিষ্ট কোনো অক্ষরও নেই। এই লিপিতে ৬০০ থেকে ১০০০-এর মতো কীলক আকৃতির শব্দ বা তাদের অংশের শেপ ব্যবহার করা হত।

এই লিপির পাঠোদ্ধারের সূচনা করেন আইরিশ পাদ্রি এডওয়ার্ড হিংকস। বর্তমানে ব্রিটিশ জাদুঘরসহ বার্লিন, ইরাক, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের জাদুঘরেও কিউনিফর্ম ট্যাবলেট সংরক্ষিত আছে।

প্রশ্ন- বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির সন্ধান পাওয়া যায় অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনে। অশোকের অনুশাসনে দু-প্রকার লিপি পাওয়া যায় – ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। লিপি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আরামীয় লিপি থেকে ভারতের আদিলিপি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। খরোষ্ঠী লেখা হত ডান থেকে বাম দিকে এবং ব্রাহ্মী লেখা হত বাম থেকে ডান দিকে। অবশ্য ডান থেকে বাম দিকে লেখার নিদর্শনও রয়েছে। ব্রাহ্মী থেকে আধুনিক নাগরী, বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় লিপির জন্ম হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে ব্রাহ্মী লিপির দুটি আঞ্চলিক রূপ গড়ে ওঠে – উত্তর ভারতীয় রূপ এবং দক্ষিণ ও বহির্ভারতীয় রূপ। এর দ্বিতীয় রূপটি থেকে পল্লব লিপির উদ্ভব হয়, যার থেকে গ্রন্থি, মালয়ালম, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও সিংহলি লিপির জন্ম হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপির উত্তর ভারতীয় রূপই হল কুষাণ লিপি। চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তরাজাদের শাসনকালে কুষাণ লিপি বিবর্তিত হয়ে গুপ্ত লিপি নাম ধারণ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত লিপি থেকে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির জন্ম হয়। সপ্তম শতাব্দীতে এই সিদ্ধমাতৃকা লিপি থেকেই কুটিল লিপি উদ্ভূত হয়।

এই কুটিল লিপি অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত শাখা বা শারদা লিপি থেকে তিব্বতি, কাশ্মীরি ও গুরুমুখি লিপি; উত্তর ও মধ্যভারত শাখা থেকে দেবনাগরী, কায়থী ও গুজরাটি লিপি; মধ্য এশিয়া শাখা থেকে খোটানি লিপি এবং যবদ্বীপ-বালিদ্বীপ শাখা থেকে যবদ্বীপীয় কুটিল লিপি উদ্ভূত হয়।

কুটিল লিপির পঞ্চম শাখা বা পূর্ব-ভারত শাখার লিপি হল প্রত্ন বাংলা লিপি বা গৌড়ীয় লিপি। নবম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের রাজা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে এই লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই প্রত্ন বাংলা লিপি থেকে নেপালি, ওড়িয়া, মৈথিলি, বঙ্গলিপি – এই চার প্রকার লিপি উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবেই ব্রাহ্মী লিপি থেকে ক্রমে ক্রমে বঙ্গলিপি বা বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।